কেহ অগ্রে আসে কেহ পশ্চাতে আইসে।
লীলা প্রভাবেতে কালে তার মধ্যে মিশে।।
সেই মহাদেব অগ্রে এসে শান্তিপুর।
ভক্তি প্রচারিল হ'য়ে অদ্বৈত ঠাকুর।।
কৃষ্ণভক্তি নিন্দা শুনি পাষন্ডের মুখে।
পণ কৈল প্রভুকে আনিব মর্ত্যলোকে।।
ল'য়ে ফুল তুলসী করিল অঙ্গীকার।
অদ্বৈত হুঙ্কারে হ'ল গৌর অবতার।।
সেই লীলা সাঙ্গ করি ভাবে পঞ্চানন।
এবার না হ'ল মম বাসনা পূরণ।।
শেষলীলা হ'ল যশোবন্তের তনয়।
অবতীর্ণ হ'ল হরি সফলা ডাঙ্গায়।।
শিব ভাবে হেন দিন আর কবে পা'ব?
এবার প্রতিজ্ঞা মম পূরণ করিব।।
বহুদিন পরে এই হ'য়েছে সময়।
এবার হইব আমি প্রভুর তনয়।।
প্রতিজ্ঞা পূরণ করিবারে পঞ্চানন।
ওড়াকান্দী করিলেন জনম গ্রহণ।।
জন্মিলেন শান্তিদেবী মায়ের উদরে।
নিজের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার তরে।।
আরো কথা তার মধ্যে জীব পরিত্রাণ।
সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম প্রেমসুধা দান।।
অলৌকিক লীলারস পারিনে বর্ণিতে।
কথঞ্চিৎ বলি সেই প্রভুর কৃপাতে।।
হরি পাল গিয়াছিল প্রভুর সদনে।
সম্পত্তি বাড়িবে এই পাঞ্চা করি মনে।।
প্রচুর সম্পত্তি তার হ'ল অল্প দিনে।
তার হ'ল গাঢ় ভক্তি প্রভুর চরণে।।
উঠিল প্রেমের ঢেউ তাহার হৃদয়।
এ সকল হ'ল গুরুচাঁদের কৃপায়।।
যখনেতে প্রভু কৈল লীলা সম্বরণ।
ভক্তগণ কাঁদে ধরি প্রভুর চরণ।।
ওহে প্রভু আমাদিগে তুমি ছেড়ে গেলে।
কেমনে রাখিব প্রাণ দেহ তাহা বলে।।
ঋমণী নামিনী রামকুমারের ভগ্নী।
যম বুড়ি নাম গঙ্গাচর্ণা নিবাসিনী।।
ইত্যাদি অনেক ভক্ত কাঁদিতে লাগিল।
প্রভু বলে 'আমি তো তোদের চিরকাল।।
আমি নাহি ছেড়ে যা'ব জানিও বিশেষ।
গুরুচাঁদ দেহে এই করিনু প্রবেশ।।
গুরুচাঁদে ভকতি করিস মোর মত।
যাহা চা'বি তাহা পাবি মনোনীত যত।।
এই সেই মহাপ্রভু পিতৃধর্ম রাখে।
মধুর মাধুর্য্য রস ঐশ্বর্য্যতে ঢাকে।।
জীবেরে ভুলায় প্রভু দেখায় ঐশ্বর্য্য।
প্রেমিক ভক্তের স্থানে 'গড়া'ল মাধুর্য্য।।
প্রধান গার্হস্থ্য ধর্ম গৃহস্থের কাজ।
পয়ার প্রবন্ধে কহে কবি রসরাজ।।

শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ-মাহাত্ম্য

ঠেকিয়া রোগের দায় যায় প্রভু স্থানে।
অমনি আরোগ্য হয় মুখের বচনে।।
ডুমুরিয়া বাসী মহাভারতের নারী।
প্রভু স্থানে গেল এক পুত্র কোলে করি।।
সেই বালকের প্লীহা যকৃত লিভার।
ছেলের বয়স প্রায় সপ্তম বৎসর।।
হাত পা' গিয়াছে খেয়ে জাগিয়াছে হাড়।
ঘন ঘন শ্বাস বহে প্রাণ ধড়-ফড়।।
অদ্য বা কল্য মরিবে, চলিতে অচল।
হাত পায়ে সোৎ বয় করে টলমল।।
প্রভুর নিকটে গিয়া দিল ফেলাইয়া।
মৃত্তিকা উপরে তারে রাখে শোয়াইয়া।।